ছলনাময়ী

মায়াবিনী রাক্ষসী! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! লজ্জাহীন নারী! তোমায় বলিব আর কি? হে ছলনাময়ী! তোমার ছলনার ঐ বিপজ্জনক ফাঁদখানি তুলিয়া লহ। না জানি ঐ ফাঁদে কত পথিক সর্বহারা হইয়াছে। রাজা হইয়াছে রাজ্যহারা। কয়েস হইয়াছে মজনু। সাধু-দরবেশ হইয়াছে অসংযমশীল অজিতেন্দ্রিয়। লেখক ফেলিয়াছে কলম। সাধক ছাড়িয়াছে সাধনা।

হে দুর্ধষ্যা! তোমার ঐ রূপ-তরবারিতে কত বীর পুরুষের বিনাশ ঘটিয়াছে। প্রতারক কৃতঘ্ন ললনা! ছলনা তোমার অপার। এরা দেবী এরা লোভী, এরা চাহে পরিচিত-অপরিচিত, ঘর-বাহিরের সর্বজন প্রীতি। নারী নাহি হইতে চাহে শুধু একা কারো, যত পূজা পায় এরা চাহে তত আরো। ইহাদের অতি লোভী মন, এক (স্বামী) পাইয়া সুখী নহে, এক (প্রেমিক) পাইয়া খুশী নহে, যাচে বহুজন।

প্রবঞ্চকা তুমি। তোমার প্রবঞ্চনায় অতিষ্ঠ ধরণী। পথে বসাইয়াছ কতকে করিয়াছে নিঃস্ব ফকীর, কতজনে মারিয়াছ ছলনার তীর।

রহস্যময়ী তুমি! তোমার মনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, সে সাধ্য কাহার আছে? পৃথিবীতে সপ্তাশ্চর্য জিনিস আছে। কিন্তু অষ্টমাশ্চর্য হইল মোহিনীর মন। তোমার ঐ ছল-অভিমান পরমাণুর বৈশিষ্ট্যে ক্রিয়াশীল থাকে।

হে সর্বনাশী কূটিলা! তোমার খলতা আমার মনে-প্রাণে বিষ ঢালিয়াছে। নিমেষে কাহাকে কাঁদাইতে পারো, আবার নিমেষে কাহাকে হাসির উপহার দিয়া হাসাইতে পারো। তোমার নখদর্পণে নহে এমন চাতুর্য আছে কি?

ছিঃ! কুহকিনী! সংসারের অশান্তির মূলে রহিয়াছ তুমি।বিশ্ব প্রকৃতিতে তোমার প্রবাহিত ঝটিকায় কত তরুবরের মূলোৎপাটন হয়! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধে তোমারই কারণে।

হে উচ্ছৃঙ্খল, যৌবন-উন্মাদনায় উন্মাদিনী কপট প্রেম-পাগলিনী চরিত্রহীনা! তুমি কি আমাকে তোমার মায়ার ছলজাল হইতে মুক্তি দিবে? তোমার হৃদয়স্থ কারাগার হইতে যাবজ্জীবন দণ্ড মার্জনা করিয়া নিষ্কৃতি দান করিবে?